Available online at http://www.ijims.com

ISSN: 2348 – 0343

A Comparative Analysis of two Expletives in Bengali : *NĀ* and *TO*

বাক্যালঙ্কারবাচক অব্যয় 'না' ও 'তো' : একটি তুলনামূলক আলোচনা

Nag Goutam Kumar
Dept. of Foreign Languages, University of Burdwan, West Bengal, India

Abstract

The present paper consists of a comparative linguistic analysis of two expletives in Bengali namely ***nā*** **and** ***to***. The former is primarily the particle of negation in Bengali corresponding to **no** and **not** in English. In this study we have taken into consideration the secondary uses in which this particle like the other particle *to* functions as an expletive. Expletives (***bakyalankarbachak abyay*** according to the traditional nomenclature) have never been studied in a systematic manner in traditional Bengali grammar. In any grammar book not even a full page is devoted to the study of expletives. On the basis of the explanation and examples provided in grammar books and dictionaries it is not possible to state whether the above mentioned particles are equivalents or whether they are in complementary distribution.A non-Bengali or foreign learner may wonder whether there are lexical or morpho-syntactic or any other conditions that need to be fulfilled for the use of these particles or whether there are grammatical constraints, whether one particle is preferred to the other in any given situation. Such questions remain unanswered.In this article we have sought answers to the questions raised above. Through an in depth analysis of various examples taken from different situations of communication in real life, we have tried to bring out the unifying factor for all uses of each of the above mentioned particle.We have demonstrated that ***nā*** is the mark of inconsistency while ***to*** is that of consistency.We have also highlighted the non-expletive uses of both the particles.

Key Words : expletive, consistency, inconsistency,syntax, semantics

Article

আমরা এই আলোচনার সূত্রপাত করছি প্রাত্যহিক জীবনের একটি অতি সাধারণ পরিস্থিতির উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে। যে উদাহরণটি আমরা প্রথমে দেব সেখানে দেখা যাচ্ছে বক্তার চায়ের নেশা প্রবল ; সে তার পক্ষে চায়ের আপরিহার্যতার কথা জানাচ্ছে ; সে বলতে পারে :

১) আমার চা না হলে চলে না ।

স্বয়ংসম্পূর্ণ এই বাক্যটি ব্যাকরণগত বিচারে পুরোপুরি শুদ্ধ। কিন্তু এই বক্তব্যবিষয় পুরোপুরিভাবে অপরিবর্তিত রেখেই বলা যেতে পারে :

১ক) আমার **না** চা না হলে চলে না।
১খ) আমার **তো** চা না হলে চলে না।
১গ) আমার **যে** চা না হলে চলে না।
১ঘ) আমার **আবার** চা না হলে চলে না।

উপরোক্ত চারটি উদাহরণের প্রত্যেকটিতেই ১নং বাক্যের সঙ্গে একটি মাত্র শব্দ যোগ করা হয়েছে। যথাক্রমে 'না', 'তো', 'যে' 'আবার'। এই শব্দগুলি ব্যাকরণগত বিচারে বা আর্থস্তরে কোনভাবেই অপরিহার্য নয়। ১ক থেকে ১ঘ উদাহরণগুলির প্রত্যেকটির বাচনিক সারমর্ম (propositional content) সম্পূর্ণভাবেই এক। সংযোজিত শব্দগুলির কারণে বাক্যগুলিতে উল্লিখিত ঘটনা সম্বন্ধে বক্তার দৃষ্টিভঙ্গীর তারতম্য প্রকাশ পাচ্ছে। প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণে এদের বাক্যালঙ্কারবাচক অব্যয়রূপে অভিহিত করা হয়েছে। এদের ভূমিকা শুধুমাত্র বাক্যের অলঙ্করণের। কিন্তু বাক্যালঙ্কারবাচক অব্যয়ের ব্যবহার নিয়ে প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণে বিস্তারিত আলোচনা নেই। যে কোন ব্যাকরণগ্রন্থে এই প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে মাত্র। এই বাক্যালঙ্কারবাচক অব্যয়গুলির প্রত্যেকটির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য কি, এদের প্রয়োগের কোন শর্ত আছে কিনা, কোন ক্ষেত্রে কোন একটির অগ্রাধিকার আছে কিনা --- এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর বাংলা ব্যাকরণগ্রন্থে মিলবে না।

আমাদের আলোচনার জন্য আমরা বেছে নিয়েছি দুটি বাক্যালঙ্কারবাচক অব্যয় : 'না' এবং 'তো'।

'না' বনাম 'তো'

'না' ও 'তো' শব্দযুগলের মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য বাংলাভাষা বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞানেই ধরা পড়ে ধরা পড়ে।
'না' শব্দটি প্রাথমিকভাবে একটি নঞর্থক বা খন্ডনাত্মক শব্দ। শব্দটি শোনামাত্র যে কোন বাঙলাভাষীর স্বতঃস্ফূর্তভাবে মনে আসবে এর নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের কথা। প্রাথমিকভাবে 'না'র ব্যবহার পূর্ববর্তী বক্তব্যবিষয়কে খন্ডন করার জন্য অথবা বাক্যের গঠক উপাদানগুলির মধ্যে একটা নেতিবাচক সম্বন্ধ অর্থাৎ অনুপস্থিতি বা অনস্তিত্বের সম্বন্ধ নির্দেশ করার জন্য। বাক্যগঠনের জন্য এই 'না' অপরিহার্য। এটি বাদ দিলে নঞর্থক বাক্য সদর্থক হয়ে যায়। এছাড়াও আমরা 'না'র ব্যবহারের দৃষ্টান্ত দেখি যেখানে এই প্রয়োগ সম্পূর্ণভাবেই ঐচ্ছিক। শব্দটি বাদ দিলেও বাক্যের বক্তব্যবিষয়ের কোন পরিবর্তন ঘটে না। 'না'যুক্ত দুটি উদাহরণবাক্য নেওয়া যাক :

২ক) আমি বাড়ি যাব না।
২খ) আমি না বাড়ি যাব।

২ক নং বাক্যটি নঞর্থক ; 'না'র ব্যবহার এক্ষেত্রে আবশ্যিক। এই প্রয়োগই 'না'র প্রাথমিক প্রয়োগ (primary usage)। ২খ নং বাক্যটি সদর্থক ; 'না'র ব্যবহার এক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবেই ঐচ্ছিক। এই প্রয়োগ 'না'র গৌণ প্রয়োগ (secondary usage)। 'না'র শেষোক্ত প্রয়োগই আমাদের আলোচ্য।

অপরদিকে 'তো'র প্রয়োগের উদাহরণগুলির প্রাথমিক পর্যালোচনায় সদর্থক / নঞর্থক বা অন্য কোনরকম শ্রেণিবিন্যাসের কথা মনে আসে না। 'না'র প্রয়োগের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আমরা যেমন আলোচনা থেকে প্রথমেই নঞর্থক 'না' বাদ দিয়েছি, 'তো'র ক্ষেত্রে তেমন কোন সুযোগ নেই। বাংলা ব্যাকরণে বা অভিধানে যেভাবে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে তাতে শব্দটিকে শুধুমাত্র বাক্যালঙ্কারবাচক অব্যয় বলেই মনে হয়। এই ধারণাটি সঠিক কিনা তা পর্যালোচনা করে দেখতে হবে।

বিশ্লেষণপদ্ধতি

'না' এবং 'তো'র প্রয়োগের যে সমস্ত উদাহরণ আমরা ব্যাকরণে বা অভিধানে পাই তা অপ্রতুল। বাক্যলঙ্কারবাচক অব্যয় দুটির তাৎপর্য যথাযথ অনুধাবন করতে হলে প্রথমেই আমাদের আরও উদাহরণের প্রয়োজন। আলোচনার জন্য প্রথমে আমরা আরও অধিক সংখ্যায় উদাহরণ সংগ্রহ করেছি।

সংগৃহীত উদাহরণগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা যায়। প্রথমতঃ ১নং উদাহরণের মত উদাহরণ রয়েছে যেখানে একই বাক্যে পর্যায়ক্রমে 'না' এবং 'তো' সংযোজন করা যেতে পারে। আমরা দেখব এই সংযোজনের ফলে সৃষ্ট বাক্যযুগলের পরস্পরের প্রতিরূপ কিনা। দ্বিতীয়তঃ এমন উদাহরণ আছে যেখানে একই বাক্যে দুটি অব্যয় সংযোজন করা যায় না। দুটির প্রয়োগের ভিন্ন শর্ত রয়েছে। অর্থাৎ বাক্যযুগলের পার্থক্য শুধুমাত্র 'না' এবং 'তো'র প্রয়োগে নয়। বাক্যের মধ্যে কোন শব্দ বা শব্দবন্ধের সঙ্গে 'না' বা 'তো'র মধ্যে কেবল একটির সহাবস্থান সম্ভব, অপরটির নয়। এই সব ক্ষেত্রে আমরা সব উদাহরণ পর্যালোচনা করে দুটি অব্যয়ের প্রয়োগের শর্ত নির্দেশ করব। তৃতীয়তঃ কিছু উদাহরণে দেখা যায় যে 'না' বা 'তো'র মধ্যে

একটির প্রয়োগই সম্ভব। এই সমস্ত উদাহরণে পূর্ববর্তী ক্ষেত্রের মত কোন শব্দ বা শব্দগুচ্ছের উপস্থিতি দিয়ে এই প্রয়োগের ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। এই সমস্ত প্রয়োগের আমরা ব্যাখ্যা দেব। শেষে আমরা কিছু উদাহরণ পেয়েছি যেখানে এই 'না' অথবা 'তো'কে বাক্যালঙ্কারবাচক অব্যয় বলা যায় না। এইসমস্ত ক্ষেত্রে অব্যয়টি বাদ দিলে সংশ্লিষ্ট বাক্যটি হয় ব্যাকরণগত বিচারে অশুদ্ধ হয়ে যায় অথবা তার অর্থান্তর ঘটে।

আমাদের উদ্দেশ্য ব্যাকরণগ্রন্থ বা অভিধানের তুলনায় অধিক সংখ্যায় পরস্পর অসম্পৃক্ত উদাহরণ দেওয়া নয়। আলোচ্য দুটি অব্যয়েরই প্রয়োগের সংগৃহীত উদাহরণগুলি পর্যালোচনা করে আমরা অন্তর্নিহিত যোগসূত্রটি সন্ধান করতে চেষ্টা করব। অব্যয় দুটি কি পরস্পরের সমার্থক না পরস্পরের বিপরীত না কোন কোন ক্ষেত্রে সমার্থক আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ভিন্নতর ভূমিকা পালন করে ? তুলনামূলক আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজব।

আলোচনা

এই নিবন্ধটি আমরা মূল দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছি। প্রথম পর্যায়ে আমরা সেইসব উদাহরণ বিশ্লেষণ করেছি যেখানে 'না' এবং 'তো' শুধুই বাক্যালঙ্কারবাচক পদ অর্থাৎ এদের প্রয়োগ সম্পূর্ণভাবে ঐচ্ছিক। দ্বিতীয় পর্যায়ের উদাহরণগুলিতে 'না' বা 'তো'র প্রয়োগ আবশ্যিক। উক্ত শব্দগুলি বাদ দিলে সংশ্লিষ্ট বাক্যটি হয় অশুদ্ধ হয়ে যায় অথবা তার অর্থান্তর হয়ে যায়।

ঐচ্ছিক প্রয়োগ

আলোচনার এই অংশে পর্যায় বিভাগ করা হয়েছে উদাহরণবাক্যগুলির প্রকৃতি অনুসারে। আমরা পর্যায়ক্রমে বিশ্লেষণ করব বিবৃতিমূলক বাক্য, বিস্ময়বোধক বাক্য, অনুজ্ঞাবাক্য এবং প্রশ্নবোধক বাক্য।

বিবৃতিমূলক বাক্যে 'না' এবং 'তো'

আমরা যে সমস্ত উদাহরণ দিয়ে এই আলোচনার সূত্রপাত করব, তাদের প্রতিটি ক্ষেত্রে একই বাক্যে পর্যায়ক্রমে 'না' এবং 'তো' যোগ করা হয়েছে ।

৩ক) তপন না বেড়িয়ে গেছে ।
খ) তপন তো বেড়িয়ে গেছে ।

৪ক) আমি না সিনেমাটা আগেই দেখেছি , আমি আর যাচ্ছি না।
খ) আমি তো সিনেমাটা আগেই দেখেছি , আমি আর যাচ্ছি না।

৫ক) আমার না বাড়িতে একটু কাজ আছে। আমার এবার উঠতে হবে।
খ) আমার তো বাড়িতে একটু কাজ আছে। আমার এবার উঠতে হবে।

৬ক) আমি না মাংস খাই না।
খ) আমি তো মাংস খাই না।

৩নং উদাহরণে তপনের বাড়ির কেউ (বক্তা) আগন্তুককে (শ্রোতা) তপনের বেড়িয়ে যাওয়ার কথা জানাচ্ছে। 'না'র প্রয়োগের তাৎপর্য এই যে তপনের বেড়িয়ে যাওয়ার ঘটনাটি অপ্রত্যাশিত --- অন্তত কিছুটা হলেও । শ্রোতার আসা সম্পূর্ণভাবে বৃথা হওয়ায় বক্তা সঙ্কোচ বোধ করছে --- 'না'র প্রয়োগের মধ্যে সেই ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। শব্দটি বাদ দিলে বক্তার দিকে কুণ্ঠাবোধের অভিব্যক্তি আর থাকে না। যদি ইতিপূর্বেই স্থির হয়ে থাকে যে ওইসময় শ্রোতা তপনের সঙ্গে তার বাড়িতে দেখা করবে কিন্তু

তারপর হঠাৎ জরুরি কাজ পড়ে যাওয়ায় তপনকে বেড়িয়ে যেতে হয়েছে এবং সে শ্রোতাকে সে সেই কথা জানাতে পারে নি, সেই ক্ষেত্রে 'না'র প্রয়োগ যথাযথ হবে। এমনকি তপনের এই বেড়িয়ে যাওয়ার ঘটনা যদি অপ্রত্যাশিত নাও হয়, যদি এমন হয় যে পূর্বপরিকল্পনা মতোই সে বেড়িয়েছে বা এইসময় সাধারণত সে বেড়িয়ে যায় তাহলেও 'না'র প্রয়োগ ঘটতে পারে, যদি বক্তা বোঝাতে চায় যে শ্রোতার আশাভঙ্গে সে দুঃখিত , সে তার অনুভূতি ভাগ করে নিচ্ছে। বাস্তব পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, শ্রোতার পক্ষে ব্যাপারটি অপ্রত্যাশিত --- এক্ষেত্রে বক্তা শ্রোতার দৃষ্টিকোন থেকেই ঘটনাটির বিচার করছে।

পক্ষান্তরে 'তো'র প্রয়োগের তাৎপর্য বক্তা এই ঘটনাটি সম্বন্ধে শ্রোতার অনুভূতি বিবেচনায় আনছে না ; পূর্বনির্ধারিত কার্যক্রম বা পারিপার্শ্বিক বাস্তব পরিস্থিতি সম্বন্ধে নিজের জ্ঞানের নিরিখে বক্তা ঘটনাটির মূল্যায়ন করছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে বক্তা মনে করছে উল্লিখিত ঘটনাটি স্বাভাবিক বা প্রত্যাশিত। এখানে 'তো'র অর্থ এই হতে পারে যে তপন পূর্বনির্ধারিত কার্যসূচী অনুসারেই বেড়িয়েছে। এই 'তো'র প্রয়োগের মধ্য দিয়ে শ্রোতার অজ্ঞতায় বক্তার বিস্ময় প্রকাশ পেতে পারে। অর্থাৎ এমন হতে পারে যে তপন যে এইসময় বেড়োয় বা আজ এইসময় বেড়োবে তা সকলেরই জানা, হয়তো বক্তা একথা শ্রোতাকে বলেছিল। আবার এমন হতে পারে বক্তার বক্তব্য : এটা ঘটনা যে তপন বেড়িয়ে গেছে । এই নিয়ে আর চিন্তাভাবনার অবকাশ নেই।

পরবর্তী উদাহরণগুলিও একইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। ৪ক, ৫ক, ও ৬ক উদাহরণগুলিতে বক্তা যা বলছে শ্রোতার তা জানা ছিল না (অন্তত বক্তা তাই মনে করে)। যদি শ্রোতার জানা থাকত যে বক্তার পরীক্ষা আছে, বক্তা উল্লখিত চলচ্চিত্রটি ইতিমধ্যে দেখেছে, বক্তা মাংস খায় না তাহলে কোনভাবেই উক্ত বাক্যগুলিতে ''না''র প্রয়োগ ঘটত না। বক্তা বুঝতে পারছে তার কথায় শ্রোতার আশাভঙ্গ হবে। শ্রোতা আশা করেছিল বক্তা তাদের সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ থাকবে, তার সঙ্গে সিনেমায় যাবে, যে মাংসের পদ রান্না করা হয়েছিল শ্রোতা তা খেয়ে দেখবে। শ্রোতার এই আশাভঙ্গের সম্বন্ধে বক্তার সচেতনতার প্রতিফলন এই ''না''র ব্যবহারে। অপরদিকে ৩খ ৪খ ও ৫খ বাক্যের অর্থ হতে পারে এই যে বক্তা মনে করে উল্লিখিত বিষয়গুলি শ্রোতার জানা থাকার কথা ছিল : হয়তো বক্তা শ্রোতাকে আগেই জানিয়েছিল তার পরীক্ষার কথা, তার সিনেমাটি আগেই দেখার কথা, তার মাংস না খাওয়ার কথা অথবা যেহেতু এই কথাগুলি সকলেরই জানা বক্তা মনে করেছিল শ্রোতারও তা অজানা নয়। যা প্রকৃত ঘটনা তার দিকেই সে শ্রোতার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। আবার এমনও হতে পারে যে বক্তা শুধুমাত্র যা প্রকৃত ঘটনা তাকেই চিহ্নিত করে তার পরবর্তী বক্তব্যকে সমর্থন করছে। যেহেতু বক্তার বাড়িতে কাজ আছে তাই এটাই স্বাভাবিক যে সে এবার উঠবে ; যখন উল্লিখিত চলচ্চিত্রটি বক্তা ইতিমধ্যে দেখেছে তখন সে যে আবার সিনেমায় যেতে চাইবে না এতে অস্বাভাবিক কিছু নেই ; বক্তা যেহেতু কখনই মাংস খায় না এক্ষেত্রেও সে খাবে না এটা স্বাভাবিক। কিন্তু সবক্ষেত্রে যা সংশয়াতীত তা হল এই যে উল্লিখিত ঘটনা সম্বন্ধে শ্রোতার অনুভূতি বিবেচনায় আনা হচ্ছে না।

এই অংশের আলোচনা থেকে আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে 'না' এবং 'তো' সম্পূর্ণ বিপরীত ভূমিকা পালন করছে। যা কিছু বক্তা বা শ্রোতার প্রত্যাশার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, তার বিবরণ দিতে 'না'র প্রয়োগ হতে পারে। যা কিছু আমাদের প্রত্যাশার সঙ্গে, পূর্বপরিকল্পিত ব্যবস্থার সঙ্গে, পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ তার বিবরণ দিতে 'তো'র প্রয়োগ হতে পারে। এককথায় 'না' হল অসঙ্গতিদ্যোতক, 'তো' সঙ্গতিদ্যোতক। আমরা দেখব এই সঙ্গতি / অসঙ্গতির ধারণার উপর ভিত্তি করে 'না' ও 'তো' র বাকি সমস্ত প্রয়োগও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

এবার যে উদাহরণগুলি আমরা বেছে নিয়েছি সেখানে কেবলমাত্র 'তো' প্রযুক্ত হতে পারে। সেইস্থানে 'না' বসালে বাক্যের গ্রহণযোগ্যতা থাকে না। এই সমস্ত ক্ষেত্রে কোন প্রতিষ্ঠিত বা স্বীকৃত সত্যের ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বা মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে কিংবা কোন বক্তব্যকে কোন প্রতিষ্ঠিত বা স্বীকৃত সত্যের দ্বারা সমর্থন করা হয়েছে।

৭) ওরা তো ছেলেমানুষ, এরকম দুষ্টুমি করবেই।
৮) এই অঙ্কগুলি তো খুব সহজ, এগুলো সকলেই পারবে।
৯) আমাকে তোমার সব কথা খুলে বলা উচিত, আমি তো তোমার বন্ধু ।
১০) --- কমলবাবু চমৎকার ফরাসি বলেন।
--- আরে, উনি তো কুড়ি বছর প্যারিসে ছিলেন।
১১) রমেন তো খুব অসুস্থ, , ও আসবে কি করে?
১২) সতীশ তো পড়াশোনাই করে না, পাস করবে কিভাবে?

১৩) আপনার তো অনেক জানা শোনা , আমার ছেলের জন্য একটা চাকরি দেখে দিন না।
১৪) তোমার তো কালকে ছুটি, চল না কোথাও ঘুরে আসি।

৭নং উদাহরণে উক্ত শিশুদের দুষ্টুমিতে লজ্জিত বা ক্রুদ্ধ বাবা মা (বা বাবা মায়েদের) উদ্দেশে এই কথা বলা হয়ে থাকতে পারে। যাদের কথা বলা হচ্ছে তারা যে শিশু তা সংশয়াতীত। দুষ্টুমি ওই বয়সের ধর্ম ; তারা যা করছে তাতে অস্বাভাবিকত্ব নেই, তাদের আচরণ তাদের বয়সের ধর্মের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। ৮ ও ৯ নং উদাহরণগুলিও একইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। ৯নং উদাহরণে পার্থক্য এই যে এক্ষেত্রে প্রথমে বক্তব্যবিষয়টি জানিয়ে তারপর তার স্বপক্ষে যুক্তি দেখানো হয়েছে। ১০নং উদাহরণে কমলবাবুর ফরাসিভাষার উপর ব্যুৎপত্তির কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র কার্যকারণ সম্পর্কই ব্যাখ্যা করা হয় নি, 'তো'র প্রয়োগের মাধ্যমে কারণের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই কথাই বোঝাতে চাওয়া হয়েছে যে কমলবাবুর চমৎকার ফরাসি বলতে পারার মধ্যে অসাধারণ বা অপ্রত্যাশিত কিছু নেই। ১১ ও ১২ নং বাক্যদুটিতে প্রশ্নের আকারে বক্তা তার সিদ্ধান্ত বা অভিমত ব্যক্ত করছে; তার জিজ্ঞাস্য কিছু নেই। রমেনের অসুস্থতা, সতীশের পড়াশোনা না করা --- এই জ্ঞাত তথ্যের ভিত্তিতে বক্তা এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে রমেন আসবে না, সতীশ পাস করবে না। ১৩ ও ১৪ নং শ্রোতার উদ্দেশ্যে উদাহরণে অনুরোধ রাখা হয়েছে। পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে বক্তার যা জ্ঞান তার ভিত্তিতে সে মনে করছে যে এই অনুরোধ সঙ্গত।

এইসমস্ত উদাহরণের প্রত্যেকটিতে 'তো'র প্রয়োগ ঘটেছে স্বীকৃত সত্য বা জ্ঞাত তথ্যজ্ঞাপক বাক্যে । তবে সিদ্ধান্ত বা মতামতজ্ঞাপক বাক্যেও 'তো'র ব্যবহারে কোন বাধা নেই। ৬নং বাক্যের এই পুনর্লিখন সম্ভব :

৭ক) ওরা ছেলেমানুষ, এরকম দুষ্টুমি তো করবেই।

৭ এবং ৭ক নং বাক্যের আর্থস্তরে কোন পার্থক্য নেই। প্রশ্নটি আপেক্ষিক গুরুত্বের। ৭নং উদাহরণে ওরা যে শিশু এই বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ওদের বাবা মা যেন ভুলেই গিয়েছিল ওরা শিশু, তারা আশা করেছিল ওরা বয়স্কদের মতো ধীর স্থির হয়ে থাকবে। 'তো'র প্রয়োগের মধ্য দিয়ে ওদের কম বয়সের কথা মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অপরদিকে ৭ক নং বাক্যে ওদের দুষ্টুমি করাটা যে প্রত্যাশিত এই বিষয়টির উপরই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ৮ ও ৯ নং বাক্যগুলিরও অনুরূপ পুনর্লিখন সম্ভব। এই তিনটি ক্ষেত্রে একই সঙ্গে দুটি বাক্যেও 'তো'র প্রয়োগ সম্ভব।

৭ক) ওরা তো ছেলেমানুষ, এরকম দুষ্টুমি তো করবেই।
৮) এই অঙ্কগুলি তো খুব সহজ, এগুলো তো সকলেই পারবে।
৯) আমাকে তো তোমার সব কথা খুলে বলা উচিত, আমি তো তোমার বন্ধু ।

তবে সিদ্ধান্তজ্ঞাপক বাক্যগুলি বিবৃতিমূলক হলে তবেই 'তো'র সংযোজন সম্ভব। ১১ থেকে ১৪ নং বাক্যগুলিতে 'তো'র প্রয়োগ সম্ভব নয়। আমরা বলতে পারি না :

১১ক) *রমেন তো খুব অসুস্থ, , ও তো আসবে কি করে?
১৩ক) *আপনার তো অনেক জানা শোনা , আমার ছেলের জন্য তো একটা চাকরি দেখে দিন না।

এই অংশের শেষে আমরা যে উদাহরণ বেছে নিয়েছি সেখানে কেবলমাত্র 'না'র ব্যবহার সম্ভব।

১৫) আজকে না বিজয়বাবুর সঙ্গে দেখা হল।
১৬) মামা না আমার জন্য সুন্দর একটা খেলনা এনেছে।
১৭) সুমিত না চাকরি পেয়েছে।

প্রতিটি ক্ষেত্রেই ঘটনাটি ঘটায় বক্তা বিস্মিত। সেই বিস্ময় প্রবল হতে পারে বা মৃদু হতে পারে। ১৫ নং উদাহরণে সব সম্ভাবনাই আছে। পরবর্তী দুটি উদাহরণে বিস্ময়ের প্রাবল্যের সম্ভাবনাই বেশি। বিস্ময়ের মাত্রা প্রতিফলিত হবে বাচনভঙ্গীতে।

কিন্তু বিস্ময়ের মাত্রা যাই হোক না কেন একথা নি:সন্দেহে বলা যায় যে উদাহরণবাক্যগুলি যথাক্রমে বিজয়বাবুর সঙ্গে দেখা হওয়া, মামার খেলনা আনা বা সুমিতের চাকরি পাওয়া সম্বন্ধে নিরাবেগ বিবরণ নয়। বক্তা তার উচ্ছ্বাস বা বিস্ময়ের অনুভূতি শ্রোতার মধ্যেও সঞ্চারিত করতে চায়। যদি ঘটনাগুলি সম্পূর্ণ প্রত্যাশিত হত বা নিয়মমাফিক ঘটে থাকত, তাহলে এই ''না''র প্রয়োগ ঘটত না। ঘটনা ঘটলেও হঠাৎ যেন বিশ্বাস করা শক্ত ---- ''না''র ব্যবহারের মধ্য দিয়ে এই মনোভাবই ব্যক্ত হয়েছে।

যদি বক্তা কেবলমাত্র উল্লিখিত ঘটনাটির কথাই বলতে চায় তাহলে 'না'র স্থানে 'তো'র প্রয়োগ সম্ভব নয়। এমন প্রয়োগের জন্য উক্ত ঘটনাটিকে পূর্ববর্তী বা পরবর্তী ঘটনা বা ঘটনাবলীর সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। কথাটি তিনটি উদাহরণ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। উদাহরণবাক্যগুলির এইরকম পুনর্লিখন সম্ভব।

১৫ক) আমার মনে হচ্ছে না তুমি ঠিক বলছ । আজকে তো বিজয়বাবুর সঙ্গে দেখা হল, উনি তো এই ব্যাপারে কিছু বললেন না।

১৬ ক) ---মামা তোর জন্য কিছু আনে নি?
---মামা তো আমার জন্য একটা সুন্দর খেলনা এনেছে।

১৭ ক) সুমিত তো চাকরি পেয়েছে। এবার ওর জন্য সম্বন্ধ দেখা যেতে পারে।

তিনটি ক্ষেত্রেই একক ঘটনার জন্য শুধুই 'না'র প্রয়োগ সম্ভব।

১৫ থেকে ১৭ নং উদাহরণগুলির ঘটনাগুলিকে ৩ক থেকে ৬ক নং উদাহরণগুলির ঘটনাগুলির মতো 'অপ্রত্যাশিত' বলে অভিহিত করা যায়। পূর্ববর্তী ক্ষেত্রে ঘটনা আশাভঙ্গের কারণ ; আলোচ্য অংশে উল্লিখিত ঘটনাটি বিস্ময় বা উচ্ছ্বাসের কারণ। পূর্ববর্তী ক্ষেত্রে প্রত্যাশা পূরণ হয় নি , আলোচ্য অংশে যা ঘটেছে তা প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি। বলা যায় উভয় ক্ষেত্রেই যা ঘটেছে তা প্রত্যাশার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। 'না'র অসঙ্গতিদ্যোতক ভূমিকা এখানে সুস্পষ্ট।

বিস্ময়বোধক বাক্যে 'না' এবং 'তো'

এই অংশের উদাহরণবাক্যগুলিতে যথেচ্ছভাবে 'না' বা 'তো'র ব্যবহার চলে না ; দুটিরই প্রয়োগের নির্দিষ্ট শর্ত আছে। কিছু নির্দিষ্ট বিশেষণের বিশেষণ ও ক্রিয়া বিশেষণের সঙ্গে কেবলমাত্র 'না'র সহাবস্থান সম্ভব। আবার ঠিক তেমনি কিছু বিশেষণের বিশেষণ ও ক্রিয়া বিশেষণের সঙ্গে কেবলমাত্র 'তো'র সহাবস্থান সম্ভব।

আমরা বলতে পারি :

১৮) ভদ্রলোক এত ভালো না !
১৯) ছেলেটা কী বোকা না!
২০) লোকটা এত বাজে বকে না!
২১) ওই জামাটা গায় দিয়ে তোকে যা দেখাচ্ছে না!

কিন্তু আমরা বলতে পারি না :

১৮ ক) *ভদ্রলোক খুব ভালো না!
১৯ ক) *ছেলেটা ভীষণ বোকা না!
২০ ক) *লোকটা প্রচণ্ড বাজে বকে না।
২১ ক) *ওই জামাটা গায় দিয়ে তোকে বেশ দেখাচ্ছে না!

অন্যদিকে আমরা বলতে পারি :

২২) ভদ্রলোক খুব ভালো তো !

২৩) ছেলেটা ভীষণ বোকা তো!
২৪) লোকটা প্রচন্ড বাজে বকে তো!
২৫) ওই জামাটা গায় দিয়ে তোকে বেশ দেখাচ্ছে তো!

কিন্তু আমরা বলতে পারি না :

২২ক) *ভদ্রলোক এত ভালো তো !
২৩ক) *ছেলেটা কী বোকা তো!
২৪ক) *লোকটা যা বাজে বকে তো!
২৫ক) *ওই জামাটা গায় দিয়ে তোকে যা দেখাচ্ছে তো!

প্রথমে আমরা ১৮ থেকে ২১ নং উদাহরণগুলি নিয়ে আলোচনা করব। ১৮ নং উদাহরণে বলা হচ্ছে ভদ্রলোক অত্যন্ত ভালো, অবিশ্বাস্য রকম ভালো, এতই ভালো যে আমাদের পরিচিত ''ভালোত্বের'' ধারণার সঙ্গে তা মেলে না। ভালোত্বর যেন একটা নিম্নসীমা আর উর্ধবসীমা রয়েছে। ভালোত্ব যখন সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, তখন সেই নিম্নসীমার নিম্নে অবস্থিতিকে বোঝানোর জন্য আমরা বলি ''ভালো না''। এরপর ভালোত্বের বিভিন্ন স্তর রয়েছে ---- বেশ ভালো, যথেষ্ঠ ভালো, খুব ভালো, ভীষণ ভালো, ইত্যাদি। কিন্তু উর্ধবসীমা অতিক্রম করে গেলেই আবার আসে ''ভালো না''। অর্থাৎ ''ভালোত্ব'' বৈশিষ্ট্যটি একেবারেই না থাকা এবং মাত্রাতিরিক্ত থাকা ---- উভয়ক্ষেত্রেই ''ভালো না''; শূন্য বা অসীম উভয়ের জন্যই ''না''।

পরবর্তী তিনটি উদাহরণবাক্য সম্বন্ধেও একই ব্যাখ্যা প্রযোজ্য। এর মধ্যে শেষ উদাহরণবাক্যে কোন বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ নেই, কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হয় না শ্রোতাকে খুব সুন্দর নয়তো খুব হাস্যকর দেখাচ্ছে। বলা চলে প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইতিবাচক বা নেতিবাচক যে বৈশিষ্ট্যই হোক না কেন তা যে মাত্রায় আছে তা আমাদের পরিচিত ধারণার বাইরে। এই উদাহরণগুলিতে ব্যবহৃত 'এত', 'কী', 'যা' শব্দগুলি কেবলমাত্র অধিক্যসূচক নয়, প্রত্যেকটি শব্দই মাত্রাতিরিক্ততাদ্যোতক। উক্ত বৈশিষ্ট্য যেন বর্ণনাতীত, বক্তা যেন তা ভাষায় ব্যক্ত করতে অক্ষম --- উল্লিখিত শব্দগুলির প্রতিটির প্রয়োগের মধ্যে তার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। কথাটি ২১নং উদাহরণ সম্বন্ধে বিশেষভাবে প্রযোজ্য --- শ্রোতার অবস্থা বর্ণনা দিতে গিয়ে বক্তা বিশেষণ খুঁজে পাচ্ছে না। এই সমস্ত মাত্রাতিরিক্ততানির্দেশক শব্দের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে 'না'র প্রয়োগ করা যেতে পারে। অন্যদিকে ১৮ক, ১৯ক ও ২০ক নং উদাহরণগুলিতে ব্যবহৃত 'খুব' 'ভীষণ' 'প্রচন্ড' এই শব্দগুলি 'আধিক্যসূচক' হলেও মাত্রাতিরিক্ততাদ্যোতক নয়। এদের প্রয়োগের মাধ্যমে কোনভাবেই অবিশ্বাস্যতা বা অকল্পনীয়তার অনুভূতি সৃষ্টি হয় না। তাই এই শব্দগুলির সঙ্গে 'না'র সহাবস্থান সম্ভব নয়। ২১ক নং উদাহরণে ব্যবহৃত 'বেশ' শব্দটি আধিক্যসূচকও নয়, এটি পরিমিতি বা পর্যাপ্ততাদ্যোতক। এই বাক্যে যে 'না'র প্রয়োগ ঘটতে পারে না, সে কথা বলাই বাহুল্য।

'না'র প্রয়োগের শর্তাবলী পর্যালোচনা করলে এক্ষেত্রেও তার অসঙ্গতিদ্যোতক ভূমিকাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যে বৈশিষ্ট্য আমরা আমরা প্রত্যক্ষ করছি তা আমাদের পরিচিত ধারণাকে অতিক্রম করে যায়। বলা চলে এই 'না' আমাদের ধারণার সঙ্গে বাস্তবের অসঙ্গতির ইঙ্গিত দিচ্ছে।

ঠিক বিপরীত শর্তাবলী 'তো'র প্রয়োগের জন্য। আধিক্যসূচক শব্দের সঙ্গে 'তো'র সহাবস্থান সম্ভব কিন্তু মাত্রাতিরিক্ততাদ্যোতক শব্দের সঙ্গে কখনই নয়। ২২, ২৩ ও ২৪ নং উদাহরণে বক্তা উচ্ছ্বসিত বা বিস্মিত বোধ করতে পারে কিন্তু সেই অনুভূতির তীব্রতা প্রকাশ করা তার উদ্দেশ্য নয়। ২৫নং উদাহরণে অনুভূতির কোনরকম প্রাবল্য প্রকাশ পাচ্ছে না ; পরিমিতিদ্যোতক 'বেশ'এর সঙ্গে 'তো'র প্রয়োগে কোনই বাধা নেই। এই উদাহরণগুলিতে কোন অভিজ্ঞতা থেকে কোন সিদ্ধান্তে আসা হয়েছে। যেমন ২২নং উদাহরণে উক্ত ভদ্রলোকের আচরণ দেখে বা বা শ্রোতার মুখ থেকে তার আচরণের কথা শুনে বক্তা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছে। ২৩, ২৪ ও ২৫নং উদাহরণগুলি সম্বন্ধেও একই ব্যাখ্যা প্রযোজ্য। শেষ উদাহরণটিতে অবশ্য পরোক্ষ নয়, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই এই সিদ্ধান্ত। প্রতিটি ক্ষেত্রেই বক্তা মনে করছে তার অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে তার সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত --- 'তো'র প্রয়োগ সেই সঙ্গতির ইঙ্গিতবাহী।

১৮ এবং ২২নং বাক্যদুটির তুলনামূলক আলোচনায় 'না' ও 'তো'র প্রয়োগের শর্তগুলি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। যদি এমন হয় যে শ্রোতা উক্ত ভদ্রলোকটিকে চেনে না বা ভদ্রলোকের সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছু জানে না, বক্তা তাকে জানিয়ে দিচ্ছে যে তিনি অত্যন্ত ভালো তখন ২২নং বাক্যের প্রয়োগ হতে পারে না। 'ভদ্রলোক খুব ভালো তো' বলার পর উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা করা হল তিনি কত ভালো --- এমনটা সম্ভব নয়। যেহেতু মনের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করাটাই বক্তার উদ্দেশ্য তাই

১৮নং বাক্যটিই ব্যবহৃত হবে। একইভাবে ভদ্রলোককে দেখার পর বা শ্রোতার পর মুখ থেকে তাঁর কথা শোনার পর তাঁর সম্বন্ধে মতামত জানাতে গেলে ১৮ নং বাক্যটির ব্যবহার অসম্ভব। অসঙ্গতিদ্যোতক 'না' যুক্ত বাক্যের মাধ্যমে কোন সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করা যায় না। এইজন্য কেবল সঙ্গতিদ্যোতক 'তো'ব্যবহার করা যায়।

এইভাবেই আলোচনার এই অংশেও 'না'ও 'তো'র তুলনামূলক বিশ্লেষণে যথাক্রমে তাদের অসঙ্গতিদ্যোতক ও সঙ্গতিদ্যোতক ভূমিকাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

অনুজ্ঞাবাক্যে 'না' এবং 'তো'

অনুজ্ঞাবাক্যে উক্ত দুটি অব্যয়ই ব্যবহৃত হতে পারে কিন্তু 'তো'র প্রয়োগের ক্ষেত্রটি প্রশস্ততর। ক্রিয়ার বর্তমান অনুজ্ঞা ও ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা দুটি রূপের সঙ্গেই তো'র সহাবস্থান সম্ভব। যেমন : যা তো /যাস তো, যাও তো/ যেও তো যান তো /যাবেন তো। কিন্তু বাক্যালঙ্কারবাচক 'না'র প্রয়োগ শুধুমাত্র বর্তমান অনুজ্ঞার সঙ্গেই। ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার সঙ্গে বসতে পারে শুধু নঞর্থক 'না'। বাংলায় বর্তমান বা ভবিষ্যৎ উভয়প্রকার অনুজ্ঞার নঞর্থক রূপ হয় ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার ক্রিয়ারূপের সঙ্গে''না''যোগে। 'যাও' 'যেও' উভয়েরই নঞর্থক রূপ হবে 'যেও না'। বর্তমান অনুজ্ঞার সঙ্গে ''না'' যোগ করলে নিষেধ বোঝানো হয় না। যেমন --- যাও না, বল্ না, শুনুন না।

আলোচনার জন্য আমরা বেছে নিয়েছি 'যা' ধাতুর মধ্যমপুরুষের রূপটি --- ''না'' সহযোগে ''যাও''র প্রয়োগের বিভিন্ন দৃষ্টান্ত আমরা দেখব।

২৬) : ভাই, একটু দোকানে যাও না।
২৭) : দোকানে যাও না, যাও না, যাও না।
২৮) : আঃ দেরি করছ কেন ? যাও না।
২৯) : তুমি ওদের সঙ্গে পিকনিকে যাবে ? বেশ তো যাও না।
৩০) : তুমি ভাষাতত্ত্বের বই খুঁজছো ? তা প্রদীপবাবুর কাছে যাও না।
৩১) : বড়সাহেবের সঙ্গে দেখা করবে ? যাও না, মজা দেখিয়ে দেবে।

২৬ নং উদাহরণে বক্তা শ্রোতাকে দোকানে যেতে বলতে সঙ্কোচ বোধ করছে, শ্রোতার অসুবিধা হতে পারে ভেবে কিছুটা কুণ্ঠাসহকারে অনুরোধ করছে। ২৭ নং উদাহরণে শ্রোতার দিক থেকে আলস্য বা অনীহা দেখা যাচ্ছে, বক্তা বারবার অনুরোধ করে চলেছে। ২৮ নং উদাহরণে বক্তা অধৈর্য হয়ে উঠেছে ; বাচনভঙ্গীর মধ্যে সেই বিরক্তিই প্রকাশ পাচ্ছে। ২৭ নং উদাহরণেও অধৈর্য প্রকাশ পেতে পারে কিন্তু দুটি উদাহরণের মধ্যে পার্থক্যটা মাত্রাগত। শেষোক্ত উদাহরণে বক্তার অধৈর্য বা বিরক্তি বহুগুণ প্রবল। ২৯ নং উদাহরণে শ্রোতা পিকনিকে যাওয়া সম্বন্ধে নিজে সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম। সে মনে করছে এজন্য বক্তার অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন। বক্তা সেই অনুমতিই দিচ্ছে। এক্ষেত্রে সম্মতিদানের জন্যই অনুজ্ঞার ব্যবহার। ৩০ নং উদাহরণে শ্রোতা জানে না ভাষাতত্ত্বের বইয়ের খোঁজে কার কাছে যাওয়া উচিত। বক্তা ঠিক কোন অনুরোধ বা আদেশ করছে না, কোন পরামর্শ বা প্রস্তাব দিচ্ছে। ৩১ নং উদাহরণে বক্তা জানে যে শ্রোতার পক্ষে বড়সাহেবের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টার পরিণাম ভয়ঙ্কর হবে। তাই শ্রোতাকে সে অসাধ্যসাধনের চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে; প্রকৃতপক্ষে শ্রোতাকে নিবৃত্ত করাই তার উদ্দেশ্য। অন্যভাবে বললে বক্তার মনোগত বাসনার ও প্রকৃত বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে অসঙ্গতি রয়েছে , শ্রোতাকে সেই অসঙ্গতি দূর করে ক্রিয়াসম্পাদন করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

পূর্বোক্ত উদাহরণগুলিতে বক্তা মনে করে শ্রোতাই সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী , বক্তা শুধু আবেদন জানাতে পারে। অন্যদিকে 'তো'-যুক্ত অনুজ্ঞাবাক্যের তাৎপর্য এই যে বক্তা নিজেই সিদ্ধান্ত নিচ্ছে এবং সে মনে করছে শ্রোতাকে সেই সিদ্ধান্ত রূপায়িত করতে হবে। এই বিষয়ে শ্রোতার ইচ্ছা -অনিচ্ছাকে বিবেচেনায় আনা হচ্ছে না। ক্রিয়া সম্পাদনের পথে অন্য কোন বাধার কথা ভাবা হচ্ছে না।

৩২) কী হয়েছে সব খুলে বল তো।

৩৩) বইটা দাও তো।
৩৪) ঠিকানাটা লিখে নাও তো।
৩৫) আঃ জ্বালাতন কোর না, এবার যাও তো।

কিন্তু কোন উদাহরণেই বক্তা সনির্বন্ধ অনুরোধ করছে না বা কোনরকম কুণ্ঠা বোধ করছে না । বক্তা এক্ষেত্রে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করছে। এর অর্থ এই নয় যে 'তো'-যুক্ত বাক্যের মাধ্যমে সবসময়ই রূঢ় আদেশ করা হয়। এইটুকু বলা যায় যে উদাহরণের কোনটিতেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে শ্রোতার কোন ভূমিকা স্বীকার করা হয় নি। এক্ষেত্রে ৩৫ ও ২৮ নং বাক্য দুটির তুলনা করা প্রাসঙ্গিক হবে। বাক্যদুটির মধ্যে পার্থক্য অত্যন্ত সূক্ষ্ম। উভয়ক্ষেত্রেই বক্তার দিক থেকে অধৈর্য প্রকাশ পাচ্ছে কিন্তু ২৮ নং বাক্যে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে শ্রোতা চলে যাবে কিনা সেটা শেষপর্যন্ত তার উপরই নির্ভর করবে। ৩৫ নং উদাহরণে শ্রোতার সেই স্বাধীনতা স্বীকার করা হয় নি; বক্তার কথাই শেষ কথা বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে।

বক্তা যখন সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী, যখন ক্রিয়ার অনুষ্ঠানের পথে কোন বাধা নেই তখন বলা যেতে পারে বক্তার মনোগত বাসনা ও প্রকৃত বাস্তবের মধ্যে কোন অসঙ্গতি নেই। এইভাবে অনুজ্ঞাবাক্যে 'তো'র সঙ্গতিদ্যোতক রূপটি ধরা পড়ছে।

অনুজ্ঞাবাক্যে 'না' এবং 'তো'র তুলনামূলক আলোচনায় বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক অব্যয় 'ই'র ভূমিকা। যে কোন ক্রিয়ার অনুজ্ঞারূপের সঙ্গে 'ই' যোগ করলে তারপর 'না' বসতে পারে, কিন্তু কখনই 'তো' নয়। আমরা বলতে পারি :

৩৬) ও যখন এত করে বলছে একবার যাওই না।

কিন্তু আমরা বলতে পারি না :

৩৬ক) *ও যখন এত করে বলছে একবার যাওই তো।

অব্যয় 'ই'র প্রয়োগের তাৎপর্যটি আগে অনুধাবন করা প্রয়োজন। এই প্রয়োগ ঘটবে যখন একাধিক সম্ভাবনার মধ্যে অন্য সবগুলিকে খারিজ করে একটিকে বেছে নেওয়া হয়। 'রামই যাবে' বাক্যটির অর্থ শ্যাম, যদু, মধু প্রভৃতি অন্যান্যরা কেউ যাবে না, কেবলমাত্র রাম যাবে। একইভাবে 'আমি বাসেই যাব' বাক্যটির অর্থ বক্তা ট্রেন, ট্যাক্সি ইত্যাদি অন্যান্য কোন যানবাহনে যাবে না, সবগুলি বাদ দিয়ে সে বাসে যাবে স্থির করেছে। সেইদিক থেকে ৩৬ নং বাক্যের তাৎপর্য এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় : 'যাওয়া' এবং 'না যাওয়া' এই দুটি সম্ভাবনার মধ্যে দ্বিতীয় সম্ভাবনাটিকে খারিজ করে শ্রোতা যেন প্রথমটিকে বেছে নেয় তাকে সেই অনুরোধ করা হচ্ছে। সিদ্ধান্ত অবশ্যই শ্রোতাই নেবে, তবে তাকে ভেবে দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। অন্যদিকে ৩৬ক নং বাক্যটি অশুদ্ধ কারণ 'তো' র প্রয়োগের ফলে 'না যাওয়ার' কোন সম্ভাবনাই থাকছে না। যেহেতু বক্তাই সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী তাই শ্রোতার পক্ষে কোন বিকল্পকে অগ্রাহ্য করার বা বেছে নেওয়ার প্রশ্নই উঠছে না। সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী বক্তা না শ্রোতা তার উপর নির্ভর করে 'না' বা 'তো'র প্রয়োগ ---- 'অব্যয় 'ই'র ভূমিকা নিয়ে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা ওই বক্তব্যকেই প্রতিষ্ঠিত করে।

প্রশ্নবাক্যে 'না' এবং 'তো'

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাক্যালঙ্কারবাচক 'না'র উদাহরণ দিতে গিয়ে একটি প্রশ্নবাক্য ব্যবহার করেছেন।[১]

৩৭) তুমি না যাবে ?

আমাদের মতে এই 'না' বাক্যালঙ্কারবাচক অব্যয় নয় , এটি নঞর্থক অব্যয়। শ্রোতার যাওয়ার কথা ছিল , কিন্তু তার দিক থেকে কোন প্রস্তুতি দেখা যাচ্ছে না ; তাই বক্তার মনে সংশয় দেখা দিয়েছে সে হয়তো যেতে ইচ্ছুক নয়। এটি একটি নেতিবাচক প্রশ্ন , এটি ''তুমি যাবে না'' এই নেতিবাচক প্রশ্নটির রূপভেদ মাত্র। নঞর্থক প্রশ্নে 'না'র অবস্থান সাধারণভাবে বাক্যের শেষে। উপরোক্ত উদাহরণে ''না''র স্থানচ্যুতি ঘটিয়ে বক্তার দিক থেকে প্রবলতর সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে।

বাক্যটিকে কোনভাবেই সদর্থক বাক্য বলা যাবে না। আমাদের সিদ্ধান্ত প্রশ্নবাক্যে প্রযুক্ত 'না' নঞর্থক 'না' , প্রশ্নবাক্যে বাক্যালঙ্কারবাচক 'না' ব্যবহৃত হয় না।

প্রশ্নবাক্যে 'তো'র প্রয়োগ সম্বন্ধে বলতে হয় এই প্রয়োগ হতে পারে শুধুমাত্র সেইসমস্ত প্রশ্নে যাদের উত্তর হবে হ্যাঁ অথবা না। প্রশ্নবোধক শব্দের সঙ্গে 'তো'র সহাবস্থান সম্ভব নয়। নিম্নোক্ত প্রশ্নবাক্যগুলি তাই অশুদ্ধ:

৩৮) *তুমি কোথায় থাক তো ?
৩৯) * ট্রেনটা কখন ছাড়বে তো ?
৪০) * ব্যাঙ্ক এখান থেকে কত দূরে তো ?
৪১) *তোমরা কালকে আস নি কেন তো ?

একাধিক অভিধানে প্রশ্নবাক্যে ব্যবহৃত 'তো'কে সন্দেহসূচক বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। আলোচনার জন্য আমরা দুটি উদাহরণ বেছে নিয়েছি ।

৪২) তুমি আসিবে তো ?[২]
৪৩) সে কথাটা স্বীকার করবে তো?[৩]

অন্যদিকে রাজশেখর বসু প্রশ্নবাক্যে প্রযুক্ত 'তো'কে আশা বা অনুমানসূচক বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর দেওয়া আশাসূচক 'তো'র উদাহরণ হল

৪৪) তুমি ভালো আছ তো ?[৪]

আমরা রাজশেখর বসুর সঙ্গে সহমত পোষণ করি। আমরা এই 'তো'কে সন্দেহসূচক বলতে সম্মত নই। একথা সত্য যে বক্তার মনে যখন সংশয় আছে তখন সংশয় নিরসনের জন্য সে 'তো'-যুক্ত বাক্যের মাধ্যমে প্রশ্ন রাখতে পারে। কিন্তু সন্দেহ প্রকাশ করার জন্য 'তো'র এই প্রয়োগ নয়। 'তো' বিহীন প্রশ্নবাক্যের মাধ্যমেও সন্দেহ ব্যক্ত করা সম্ভব --- বাচনভঙ্গীর মধ্য দিয়ে সন্দেহ প্রকাশ পেতে পারে। যে কোন প্রশ্নবাক্যে 'তো' সংযোজন করলেই বক্তার দিক থেকে সন্দেহ প্রকাশ পায় না। ৪২নং উদাহরণের ক্ষেত্রে এমন হতে পারে যে বক্তা শ্রোতার আসা সম্বন্ধে সন্দিহান। কিন্তু যদি এমনও হয় যে বক্তা শ্রোতার আসা সম্বন্ধে প্রায় নিশ্চিত বা মোটামুটিভাবে নিশ্চিত তাহলেও ৪৪ নং বাক্যটি বাবহৃত হতে পারে। শ্রোতার আসা নিয়ে বক্তার সন্দেহ থাকুক বা না থাকুক একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে শ্রোতার আসা বক্তার অভিপ্রেত। এই সিদ্ধান্ত আসতে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে ভাষাতিরিক্ত জ্ঞানের (extralinguistic knowledge) কোন প্রয়োজন নেই। প্রশ্নবাক্যে 'তো'র উপস্থিতির মধ্য দিয়েই বক্তার সেই আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হচ্ছে। অন্যদিকে শ্রোতা আসবে কি আসবে না সেটুকু জানাই যদি বক্তার উদ্দেশ্য হত তাহলে প্রশ্নবাক্যে 'তো'র প্রয়োগ ঘটত না।

একই বক্তব্য পরবর্তী দুটি উদাহরণ সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। আশাসূচক 'তো'র প্রয়োগের যে উদাহরণ রাজশেখর বসু দিয়েছেন, সেক্ষেত্রেও বক্তার মনে সন্দেহ থাকা অসম্ভব নয়। এমন হতেই পারে যে শ্রোতাকে দেখে মনে করার যথেষ্ঠ কারণ আছে যে সে ভালো নেই , অথবা তৃতীয় কোন ব্যক্তির কাছ থেকে বক্তা জেনেছে যে শ্রোতা ভালো নেই। কিন্তু যদি এমনও হয় যে শ্রোতার ভালো না থাকার সামান্যতম লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না, তেমন সন্দেহ করার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন কারণই ঘটে নি তাহলেও প্রশ্নবাক্যে 'তো'র ব্যবহারে কোন বাধা নেই। ৪০নং উদাহরণের মত এক্ষেত্রেও বলা যায়, শ্রোতা ভালো থাকুক এটাই বক্তার মনোগত বাসনা, শ্রোতার মুখ থেকে সে কথাটা শুনতে চায়। এমন প্রয়োগের আরও কিছু উদাহরণ :

৪৫) তোমার বন্ধু বাংলা বোঝে তো ?
৪৬) সব দরকারি কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়েছো তো?
৪৭) ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া করেছো তো ?
৪৮) একটা কথা বলব, রাগ করবে না তো?
৪৯) এখানে তোমার কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো?

বক্তার কী অভিপ্রেত তাই নিয়ে কোনক্ষেত্রেই কোন সংশয়ের অবকাশ নেই। 'তো' -যুক্ত প্রশ্নের উত্তরে শ্রোতা যদি হ্যাঁ বলে বা নঞর্থক প্রশ্নের উত্তরে না বলে (যেমন ৪৮ও৪৯ নং উদাহরণে) তবে বক্তার মনোবাসনা পূর্ণ হয়।

তো-যুক্ত প্রশ্নবাক্যের আর একটি ব্যবহার দেখা যায় যখন উল্লিখিত বিষয় সম্বন্ধে বক্তার কোন ধারণা বা বিশ্বাস আছে। এই ধারণার ভিত্তি হতে পারে অনুমান --- রাজশেখর বসু তার উদাহরণ দিয়েছেন ।

৫০) জ্বরে পড়েছো তো ?[৫]

শ্রোতাকে দেখে মনে হচ্ছে সে জ্বরে আক্রান্ত। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে অনুমানের ভিত্তিতে বক্তা তার সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে ; বক্তা নিশ্চিত যে শ্রোতা তাকে সমর্থন করবে।

আবার বক্তার ধারণার উৎস হতে পারে শ্রোতা বা অন্য কোন তৃতীয় ব্যক্তি বা অন্য কোন সূত্র থেকে লব্ধ তথ্য।

৫১) আপনার ভাই ডাক্তারি পড়ে তো ?
৫২) সুজিত চন্দননগরে থাকে তো ?
৫৩) তুমি চা খাবে তো ?

৫১ নং উদাহরণে শ্রোতার ভাই যে ডাক্তারি পড়ে তা শ্রোতার কাছ থেকেই অথবা অন্য কোন ব্যক্তির থেকে শুনেছিল। বক্তা শুধু শ্রোতার কাছ থেকে শুনে সেই কথাটা মিলিয়ে নিতে চায়। এমন হতে পারে বক্তা অনেকদিন আগে কথাটা শুনেছিল, এখন তাই সে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারছে না ; সে শ্রোতার কাছ থেকে একবার মিলিয়ে নিতে চায়। আবার এমনও হতে পারে শ্রোতার আদৌ কোন জিজ্ঞাস্য নেই, সে বিশ্বাস করে যা সে বিশ্বাস করে তাই প্রকৃত সত্য। যা তার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য তাকে প্রশ্নের আকারে উপস্থপনা করে সে আলাপচারিতাটা শুরু করতে চায় বা চালু রাখতে চায়। ৫২নং উদাহরণটিরও একই ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। ৫৩নং উদাহরণে সময়টা হয়তো চা খাওয়ার অথবা তা না হলেও বক্তা জানে শ্রোতার চায়ের নেশা প্রবল। প্রশ্ন করার জন্যই করা শ্রোতা যে হ্যাঁ বলবে এব্যাপারে বক্তা নিশ্চিত। সবক্ষেত্রেই বক্তা তার যা ধারণা তা মিলিয়ে নিতে চাইছে।

এই সমস্ত উদাহরণবাক্যগুলি বিশ্লেষণ করে আমরা প্রশ্নবাক্যে 'তো'র প্রয়োগ সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারি। বিশ্বাস বা সন্দেহের মাত্রা যাই হোক, বক্তা প্রশ্ন করে জেনে নিতে চায় তার যা অভিপ্রায় বা যা সে বিশ্বাস করে তা প্রকৃত বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা। প্রশ্নবাক্যে 'তো'র ভূমিকা সঙ্গতিদ্যোতক।

আবশ্যিক প্রয়োগ

এই অংশে আমরা প্রথমে আলোচনা করব 'না'র প্রয়োগ , তারপর 'তো'র প্রয়োগ। বাক্যের অপরিহার্য গঠক উপাদানরূপে 'না'র প্রয়োগ ঘটে একটিমাত্র ক্ষেত্রে --- আশঙ্কাদ্যোতক বাক্যে। 'তো'র অনুরূপ প্রয়োগের ক্ষেত্রটি প্রশস্ততর।

'না'র আবশ্যিক প্রয়োগ

আশঙ্কা ব্যক্ত করার জন্য 'না'র ব্যবহার হয়ে থাকে।

৫৪) অঞ্জন এত পরিশ্রম করছে --- ও অসুখে না পড়ে যায়।
৫৫) অমল কাজে এত ফাঁকি দেয় --- ওকে শেষে চাকরিটা না হারাতে হয়।

এই 'না' বাক্যালঙ্কারবাচক অব্যয় নয়। শব্দটি বাদ দিলে উপরোক্ত বাক্যগুলি অশুদ্ধ হয়ে যায়।

৫৪ক) * অঞ্জন এত পরিশ্রম করছে --- ও অসুখে পড়ে যায়।

৫৫ক) * অমল কাজে এত ফাঁকি দেয় --- ওকে শেষে চাকরিটা না হারাতে হয়।

বলা বাহুল্য এই 'না' নঞর্থক 'না'ও নয়। বাক্যদুটিতে কোন ঘটনা না ঘটার কথা বলা হচ্ছে না। ''অঞ্জনের অসুখে পড়ে যাওয়া'' বা ''অমলের চাকরি হারানোর'' সম্ভাবনা রয়েছে --- সেই কথা ভেবে বক্তা শঙ্কিত। তবে এক্ষেত্রে আশঙ্কাদ্যোতক ক্রিয়াটি বাক্যে অনুপস্থিত। তা না হলে কিন্তু এই 'না'র প্রয়োগ ঘটত না। আমরা বলতে পারি না :

৫৪খ) *অঞ্জন এত পরিশ্রম করছে --- আশঙ্কা করছি ও অসুখে পড়ে যায়।
৫৫খ) * অমল কাজে এত ফাঁকি দেয় --- আশঙ্কা করছি ওকে শেষে চাকরিটা হারাতে হয়।

আশঙ্কাদ্যোতক ক্রিয়াটি উল্লিখিত থাকলে বলতে হত

৫৪গ) অঞ্জন এত পরিশ্রম করছে --- আশঙ্কা করছি ও অসুখে পড়ে যাবে।
৫৫গ) অমল কাজে এত ফাঁকি দেয় --- আশঙ্কা করছি ওকে শেষে চাকরিটা হারাতে হবে।

ইতিপূর্বে আলোচিত বাক্যালঙ্কারবাচক 'না'র মতই এই অংশে আলোচিত আবশ্যিক 'না'র ভূমিকাও অসঙ্গতিদ্যোতক। উল্লিখিত ঘটনাগুলি না ঘটুক --- এটাই বক্তার অভিপ্রেত। সে চায় অঞ্জন সুস্থ থাকুক, অমলের চাকরি থাকুক। কিন্তু তার ইচ্ছা বাস্তবে রূপায়িত না হওয়ার যথেষ্ঠ সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থাৎ এই 'না' মনোগত বাসনার সঙ্গে প্রকৃত বাস্তবের অসঙ্গতির সম্ভাবনা ব্যক্ত করছে।

'তো'র আবশ্যিক প্রয়োগ

আলোচনার এই অংশটিকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। এই পর্যায়বিভাগের ভিত্তি উদাহরণবাক্যে ব্যবহৃত ক্রিয়ার প্রকৃতি। প্রথম দুটি ক্ষেত্রে 'তো'র অবস্থান সমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে --- ক্রিয়ার কালরূপ যথাক্রমে সাধারণ অতীত ও ভবিষ্যৎ। তৃতীয় ক্ষেত্রে ক্রিয়ার 'লে' -অন্ত অসমাপিকা রূপ ব্যবহৃত হয়েছে।

সাধারণ অতীত এবং 'তো'

এই অংশের উদাহরণবাক্যগুলি প্রযুক্ত হতে পারে সেই পরিস্থিতিতে যেখানে বক্তাকে কোন অনুরোধ বা আদেশ করা হয়েছে। 'তো'-যুক্ত বাক্যের মাধ্যমে বক্তা জানিয়ে দিচ্ছে শ্রোতার আকাঙ্ক্ষিত ঘটনাটি সে বলার অব্যবহিত পূর্বেই ঘটানো হয়েছে।

৫৬) ---একটু অপেক্ষা কর, কিছু খেয়ে যাও।

--- খেলাম তো।

৫৭) ---এই লেখাটা পড়ে দেখো।

---- পড়লাম তো।

৫৮) --- তোমার কাগজপত্রগুলো সব গুছিয়ে নাও।

--- নিলাম তো।

প্রতিটি ক্ষেত্রেই 'তো'র প্রয়োগ আবশ্যিক। 'তো' বাদ দিলে বাক্যগুলি ব্যাকরণগতভাবে অশুদ্ধ না হলেও গ্রহণযোগ্যতা হারায়। ৫৬ বা ৫৭ নং উদাহরণে শ্রোতার অনুরোধের উত্তরে বক্তা যদি ''খেলাম'' বা ''পড়লাম'' বলে উত্তর দেয় তাহলে তা সম্পূর্ণ আড়ষ্ট শোনাবে। যে কোন বাংলাভাষী এক্ষেত্রে 'তো' প্রয়োগ করবেই। ৫৮নং উদাহরণে 'তো' বাদ দিলে অর্থান্তর ঘটবে। শ্রোতা বলার আগেই বক্তা কাগজপত্র নিয়ে নিয়েছে এবং সেই কথাই সে শ্রোতাকে জানাচ্ছে। কিন্তু 'তো' বাদ দিয়ে শুধুমাত্র 'নিলাম' বলার অর্থ হবে বক্তার কথা শোনার পর সে সেইসব কাগজপত্র নিয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে ঘটনার পারম্পর্য নির্ধারণে 'তো'র একটা নির্ণায়ক ভূমিকা আছে। এইসমস্ত ক্ষেত্রে 'তো'র ভূমিকা বাক্যের অলঙ্করণের নয়।

এই প্রয়োগের দুটি শর্ত রয়েছে। প্রথমতঃ বক্তাকে পূর্ণবাক্যে নয় একটিমাত্র পদের মাধ্যমে, ক্রিয়াপদের মাধ্যমে উত্তর দিতে হবে। শ্রোতা যদি সম্পূর্ণ বাক্যে উত্তর দেয় তাহলে 'তো'র প্রয়োগ অপরিহার্য নয়।

৫৬ক) ---একটু অপেক্ষা কর, কিছু খেয়ে যাও।

--- আমি এক্ষুণি খেলাম।

৫৭ ক) ---এই লেখাটা পড়ে দেখো।

--- আমি একটু আগেই পড়লাম।

৫৮ক) --- তোমার কাগজপত্রগুলো সব গুছিয়ে নাও।

--- আমি এইমাত্র সব গুছিয়ে নিলাম।

উপরোক্ত উদাহরণগুলির 'তো'-বর্জিত বাক্যগুলি সম্পূর্ণ সুগঠিত, কোনটির গঠনে সামান্যতম আড়ষ্টতা নেই। প্রতিটি ক্ষেত্রেই 'তো' সংযোজন করা যেতে পারে, কিন্তু তার ভূমিকা শুধুই বাক্যালঙ্কারবাচক অব্যয়ের।

দ্বিতীয়ত ক্রিয়াটির সাধারণ অতীতে রূপ ব্যবহার করতে হবে। ৫৬, ৫৭, ও ৫৮ নং উদাহরণে সাধারণ অতীতের বিকল্পে ক্রিয়ার পুরাঘটিত বর্তমানের রূপটি ব্যবহার করা যেতে পারে ; পার্থক্য শুধু এইটুকুই যে প্রথম ক্রিয়ারূপটির প্রয়োগে সদ্য অতীতের অনুভূতি সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে পুরাঘটিত বর্তমানের সঙ্গে 'তো'র প্রয়োগের কোনরকম বাধ্যবাধকতা নেই।

৫৬খ) ---একটু অপেক্ষা কর, কিছু খেয়ে যাও।

--- খেয়েছি / খেয়েছি তো।

৫৭খ) ---এই লেখাটা পড়ে দেখো।

---- পড়েছি / পড়েছি তো।

৫৮খ) --- তোমার কাগজপত্রগুলো সব গুছিয়ে নাও।

--- নিয়েছি /নিয়েছি তো।

পুরাঘটিত বর্তমান সহযোগে 'তো' শুধুই বাক্যালঙ্কারবাচক অব্যয়।

এই আবশ্যিক 'তো'র ভূমিকাও সঙ্গতিদ্যোতক। শ্রোতার যা অভিপ্রেত তা ইতিপূর্বেই তা বাস্তবায়িত হয়েছে ; আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তবের মধ্যে সঙ্গতি স্পষ্ট।

ভবিষ্যৎ ও 'তো'

তিরস্কার বা অনুযোগ করার জন্য 'তো'-যুক্ত বাক্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে নির্দেশ করা হয় যা করণীয় ছিল এবং যা না করার ফলে কোন অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। ধরা যাক অসাবধানে গাড়ি চালানোর জন্য কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে। তখন চালককে তিরস্কার করে বলা যেতে পারে :

৫৯) সাবধানে গাড়ি চালাবে তো।

এক্ষেত্রে 'তো' কোনভাবেই বাক্যালঙ্কারবাচক অব্যয় নয়। 'তো' বাদ দিলে অর্থান্তর ঘটে। এই উদাহরণে যা অতীতে করণীয় সেই কথাই বলা হয়েছে। এখানে ক্রিয়ার কালরূপ ভবিষ্যৎ হলেও অতীত বা বিবৃতি মুহূর্তের (speech moment) পূর্ববর্তী পর্ব নির্দেশ করা হচ্ছে। অন্যদিকে এই বাক্য থেকে 'তো' বাদ দিলে তার অর্থ হবে যা ভবিষ্যতে করণীয় সেই ব্যাপারে পরামর্শ বা নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। নিম্নোক্ত পুনর্লিখিত উদাহরণবাক্যটিতে উত্তরকাল বা বিবৃতি মুহূর্তের পরবর্তী কোন পর্ব নির্দেশ করা হচ্ছে।

৫৯ক) সাবধানে গাড়ি চালাবে।

৫৯ ও ৫৯ক উদাহরণ দুটিতে দেখা যাচ্ছে ক্রিয়ার কালরূপ এক হলেও কোন সময় নির্দেশ করা হচ্ছে --- প্রাক বিবৃতিমুহূর্ত পর্ব নাকি বিবৃতিমুহূর্ত পরবর্তী পর্ব --- তা বোঝা যাবে 'তো'র উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি থেকে। 'তো'র কালনির্ণায়ক ভূমিকা এখানে প্রশ্নাতীত।

এমন আরও কিছু উদাহরণ :

৬০) সব কথা খুলে বলবে তো।
৬১) সই করার আগে সবকিছু পড়ে নেবে তো।
৬২) আমার কথাটা শুনবে তো
৬৩) বাড়ি থেকে আরও আগে বেড়োবে তো।

এবার প্রশ্ন হল এই সমস্ত ক্ষেত্রে 'তো'র পূর্বোক্ত সঙ্গতিদ্যোতক ভূমিকা কোথায়। দেখা যাচ্ছে বক্তার এই ক্ষোভ বা বিরক্তির কারণ হচ্ছে কোন অসঙ্গতি --- শ্রোতার আচরণ আদর্শ আচরনবিধির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। যেমন ৫৯ নং উদাহরণে শ্রোতা গাড়ি চালানোর নিয়মাবলী লঙ্ঘন করেছে। এই অসঙ্গতি আর কোনভাবে দূর করা সম্ভব নয়। যা ঘটে গেছে তা তা এখন অতীত --- উল্লিখিত গাড়ি দুর্ঘটনা এখন বাস্তব ঘটনাবলীর অঙ্গীভূত। এক্ষেত্রে বক্তা অতীতের পুনর্নির্মাণ করে বাস্তবের অসঙ্গতি ভাবনায় দূর করছে। ৫৯ নং উদাহরণে বক্তা তার ভাবনায় প্রত্যাবর্তন করছে অতীতের সেই পর্বে যখন দুর্ঘটনা ঘটে নি, যখন শ্রোতা গাড়ি চালায় নি,যখন রীতিনীতি মেনে গাড়ি চালানোর সম্ভাবনা ছিল।। সঙ্গতির যে সম্ভাবনা বাস্তবে রূপায়িত হয় নি,বক্তা তার ভাবনায়, পুনর্নির্মিত অতীতে তারই রূপায়ণ প্রত্যক্ষ করছে। 'তো'র প্রয়োগের এই উদাহরণগুলিতে প্রকৃত বাস্তবে নয়, বিনির্মিত বাস্তবে সঙ্গতি নির্দেশ করা হচ্ছে।

লে-অন্ত অসমাপিকা ক্রিয়া এবং 'তো'

এই অংশের উদাহরণগুলিতে বক্তা জানাচ্ছে যে শ্রোতা যা ভাবছে তা ঘটে নি কেননা অতীতে যে শর্ত পূরণ করার ছিল তা পূরণ করা হয় নি। অপূর্ণ শর্ত নির্দেশ করতে 'তো'সহযোগে লে-অন্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রয়োগ ঘটে।

৬৪) --- কোচিং ক্লাসে না গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে সিনেমায় গেছিলে, বাবা মা রাগ করে নি?
--- জানতে পারলে তো।
৬৫) --- মিটিঙে আমাদের পাড়ার সব সমস্যার কথা বলেছিলে?
--- বলতে দিলে তো।
৬৬) --- অমিত পাস করেছে ?
--- পড়াশুনা করলে তো।
৬৭) --- খেলা দেখতে গেছিলে?
--- টিকিট পেলে তো।

প্রতিটি ক্ষেত্রে শ্রোতার ভাবনার সঙ্গে প্রকৃত বাস্তবের অসঙ্গতি ধরা পড়ে। বক্তার বাবা মার রাগ করা, পাড়ার সমস্যা নিয়ে বক্তার মিটিঙে কথা বলা, রমেশের পরীক্ষায় পাস করা, বক্তার খেলা দেখতে যাওয়া --- কোন সম্ভাবনাই অতীতে বাস্তবায়িত হয় নি। এই অসঙ্গতি কিভাবে দূর করা যেত বক্তার উত্তরবাক্যে তারই ইঙ্গিত। কোন শর্ত অতীতে পূরণ হলে উক্ত সম্ভাবনাগুলি বাস্তবায়িত হত তা বিবৃত হয়েছে। অন্যভাবে বলা চলে এক্ষেত্রেও প্রকৃত বাস্তবে নয় বিনির্মিত বাস্তবে বা বিনির্মিত অতীতে সঙ্গতি নির্দেশ করা হচ্ছে।

উপরোক্ত উদাহরণগুলির প্রত্যেকটিতে 'তো' অব্যয়টি একটি অপরিহার্য গঠক উপাদান। অব্যয়টি বাদ দিলে সংশ্লিষ্ট বাক্যটি গ্রহণযোগ্য থাকে না, সম্পূর্ণ আড়ষ্ট শোনায়। প্রতিটি ক্ষেত্রেই বক্তা উত্তর দিচ্ছে অসম্পূর্ণ বাক্যে বা আরও সঠিকভাবে শুধুমাত্র অপ্রধান খণ্ডবাক্যের (subordinate clause) দ্বারা। তবে অবশ্য বাক্যের অসম্পূর্ণতা এমন প্রয়োগের জন্য আবশ্যিক শর্ত নয়। বক্তা যদি সম্পূর্ণ বাক্যে উত্তর দিত তাহলেও 'তো'র একই ভূমিকা । উপরোক্ত উদাহরণগুলির পুনর্লিখিত রূপগুলি দেখা যাক :

৬৪ক) জানতে পারলে তো রাগ করবে।
৬৫ক) বলতে দিলে তো বলব।
৬৬ক) রমেশ পড়াশোনা করলে তো পাস করবে।
৬৭ক) টিকিট পেলে তো যাব।

'তো' অব্যয়টি বাদ দিলে উপরোক্ত পুনর্লিখিত বাক্যগুলি অশুদ্ধ হবে না বা কোনভাবেই আড়ষ্ট শোনাবে না। কিন্তু সেক্ষেত্রে অর্থান্তর ঘটবে। লক্ষ্যণীয় মূল উপবাক্যের ক্রিয়াগুলির কাল ভবিষ্যৎ। কিন্তু ৬৪ থেকে ৬৭ নং উদাহরণবাক্যগুলির মত এই বাক্যগুলিতেও ভবিষ্যৎ কালরূপের দ্বারা বিবৃতিমুহূর্ত পরবর্তী পর্ব নির্দেশ করা হচ্ছে না। ভবিষ্যৎ এখানে সম্ভাবনা নির্দেশ করছে --- যে সম্ভাবনা অতীতে বাস্তবায়িত হতে পারত কিন্তু হয় নি। কিন্তু বাক্যগুলি থেকে 'তো' বাদ দিলে সংশ্লিষ্ট ক্রিয়াগুলির ভবিষ্যৎ কালরূপ বিবৃতিমুহূর্ত পরবর্তী পর্বই নির্দেশ করবে এবং পুনর্লিখিত প্রতিটি বাক্যের অর্থ হবে এই যে উল্লিখিত শর্তগুলি এখন পূরণ করা যেতে পারে এবং যদি পূরণকরা হয় তাহলে পরবর্তী কালে প্রধান উপবাক্যে (main clause) উল্লিখিত ঘটনাগুলি ঘটবে।

৬৪খ) জানতে পারলে রাগ করবে।
৬৫খ) বলতে দিলে বলব।
৬৬খ) রমেশ পড়াশোনা করলে পাস করবে।
৬৭খ) টিকিট পেলে যাব।

৬৪খ উদাহরণটিতে বলা হচ্ছে বক্তার বাবা মা যদি তার সিনেমায় যাওয়ার কথা জানতে পারেন (সেই সম্ভাবনা থাকছে) তাহলে তারা রাগ করবেন। ৬৫খ উদাহরণে বক্তা মিটিঙে এখনও যায় নি, যাবে এবং সেখানে যদি তাকে বলতে দেওয়া হয় তাহলে সে বলবে। একইভাবে পরবর্তী দুটি উদাহরণেও বলা হচ্ছে রমেশ এখনও পরীক্ষা দেয় নি, দেবে এবং খেলা দেখার সময় পার হয়ে যায় নি। পাস করা এবং বক্তার খেলা দেখার ঘটনা ঘটবে যদি রমেশ এখন পড়াশোনা করে , যদি এরমধ্যে বক্তা টিকিট যোগাড় করতে পারে।

পূর্ববর্তী অংশের মত এখানেও দেখা যাচ্ছে যখন সঙ্গতি নির্দেশ করা হচ্ছে বিনির্মিত বাস্তবের পর্যায়ে তখন 'তো' আর বাক্যালঙ্কারবাচক অব্যয় থাকছে না।

উপসংহার

'না' ও 'তো' অব্যয়দুটির প্রয়োগের বিভিন্ন উদাহরণ বিশ্লেষণ করে আমরা দেখলাম এরা সম্পূর্ণ বিপরীত ভূমিকা পালন করছে। প্রত্যাশা, বিশ্বাস, বা পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে জ্ঞানের সঙ্গে অসঙ্গতি নির্দেশ করতে 'না'র ব্যবহার, আর সঙ্গতি নির্দেশ করতে 'তো'র ব্যবহার। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই প্রয়োগ ঐচ্ছিক হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে এরা ব্যাকরণসম্মত বাক্যগঠনের জন্য অপরিহার্য। সেই সমস্ত ক্ষেত্রগুলিকে আমরা চিহ্নিত করেছি এবং এদের প্রয়োগের বিভিন্ন শর্তবলী নির্দেশ করেছি।

আমাদের বিশ্বাস এই আলোচনা বাংলা ভাষার অবাঙালী ভারতীয় বা বিদেশি শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনে লাগতে পারে। আমরা সেইসব শিক্ষার্থীদের কথা বলছি যারা বাংলা ভাষায় ভাববিনিময়ের দক্ষতা অর্জন করেছে, যারা ব্যাকরণসম্মত ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করার নিয়মাবলী মোটামুটিভাবে আত্মস্থ করেছে কিন্তু সূক্ষ্মতর বিষয়ে অসম্পূর্ণতা রয়ে গেছে। তেমন একটি বিষয় হল এই বাক্যালঙ্কারবাচক অব্যয়। 'না' বা 'তো' ব্যবহার না করেও শুদ্ধ বাংলায় মনের ভাব প্রকাশ করা সম্ভব কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তা বাঙালীর বাংলার মত শোনাবে না। যে সমস্ত শিক্ষার্থী বঙ্গভাষী সমাজে বাস করছে না, যাদের বাংলাভাষীদের সঙ্গে নিয়মিত আদানপ্রদানের সুযোগ নেই, যাদের পাঠ্যগ্রন্থের উপর নির্ভর করেই বাংলা শিখতে হয় তারা যদি বাক্যালঙ্কারবাচক অব্যয়ের সঠিক প্রয়োগের মত বিষয় নিয়ে বিস্তারিত জানতে চায় তাদের উদ্দেশ্য সফল হওয়ার সম্ভাবনা কম। আমাদের এই আলোচনা যদি সেই শিক্ষার্থীদের সামান্যতম উপকারে লাগে তবে এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

উল্লেখপঞ্জি

১ চট্টোপাধ্যায় সুনীতিকুমার : ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৩৯, প্রথম রূপা সংস্করণ, ১৯৮৮, পৃ ৩৫৯

২ বন্দ্যোপাধ্যায় হরিচরণ , বঙ্গীয় শব্দকোষ, প্রথম খণ্ড, নতুন দিল্লি, সাহিত্য অকাদেমি, অষ্টম মুদ্রণ,২০১১, পৃ ১০১০-১০১১

৩ বিশ্বাস শৈলেন্দ্র (সঙ্কলিত) সংসদ বাংলা অভিধান, কলিকাতা, সাহিত্য সংসদ, অষ্টাদশ মুদ্রণ ২০১২

৪ বসু রাজশেখর (সঙ্কলিত) চলন্তিকা আধুনিক বঙ্গভাষার অভিধান, কলিকাতা, এন সি সরকার অ্যান্ড সন্স , প্রাঃ লিঃ ,১৩৬৯ বঙ্গাব্দ, পৃ ২৯৫

৫ ঐ পৃ ২৯৫

সহায়ক গ্রন্থ

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার : ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৩৯, প্রথম রূপা সংস্করণ ১৯৮৮

দাশগুপ্ত প্রবাল : কথার ক্রিয়াকর্ম, কলিকাতা, দেজ পাব্লিশার্স, ১৯৮৭

ভট্টাচার্য সুভাষ : বাংলা ভাষার সাত সতের, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৭